জনগণনা ২০১১ : পঞ্চাশ লক্ষ শিশু বেপাত্তা

সর্বশেষ জনগণনায় (২০১১) দেখা গেছে শিশুর সংখ্যা ভারতে এক দশকে কমেছে ৫০ লক্ষ। ০-৬ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১৬৩.৮ মিলিয়ন (২০০১) থেকে কমে হয়েছে ১৫৮.৮ মিলিয়ন (২০১১), অর্থাৎ ঘাটতি ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লক্ষ (৩.০৮%)। ঘাটতির ক্ষেত্রে বালকদের (২.৪২%) তুলনায় বালিকাদের (৩.৮০%) পাল্লা ভারী।

জনগণনা ২০১১ : একনজরে পশ্চিমবঙ্গ	
বিষয়	২০১১
জনসংখ্যা	৯১,৩৪৭,৭৩৬
পুরুষ	৪৬,৯২৭,৩৮৯
নারী	৪৪,৪২০,৩৪৭
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৩.৯৩%
লিঙ্গানুপাত	৯৪৭
সাক্ষর পুরুষ	৬২,৬১৪,৫৫৬
সাক্ষর নারী	২৮,১০৬,৩৯৭
সাক্ষরতার হার	৭৭.০৮%
পুরুষ সাক্ষরতার হার	৮২.৬৭%
নারী সাক্ষরতার হার	৭১.১৬%

সমতা

মার্চ-এপ্রিল ২০১১

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

আসের (ASER) রিপোর্ট ২০১০:

গ্রামীণ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে স্কুলে শিশুদের নাম নথিভুক্ত ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশু

ভারতে (গ্রামীণ)

স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা বিগত বছরগুলির তুলনায় সবচেয়ে কম। গ্রামীণ ভারতে, ২০১০ সালে, ৬-১৪ বছর বয়সী ৩.৫% শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি। ২০০৯-এ এই সংখ্যা ছিল ৪.০% ও ২০০৫-এ ৬.৬%। স্কুলের বাইরে থাকা বালিকার (১১-১৪) সংখ্যাও কমেছে, ২০০৯-এ ছিল ৬.৮%, ২০১০-এ হয়েছে ৫.৯%। ২০০৫-এ এই সংখ্যা ছিল ১১.২%।

গ্রামীণ শিশুদের ক্ষেত্রে বে-সরকারি স্কুলে ভর্তি বেড়েছে। ২০০৯-এ ছিল ২১.৮%, ২০১০-এ বেড়ে হয়েছে ২৪.৩%। ২০০৫-এ এই সংখ্যা ছিল ১৬.৩%।

পশ্চিমবঙ্গ (গ্রামীণ)

বিভিন্ন ধরনের স্কুলে শিশুদের নাম নথিভুক্ত ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশু (%)

বয়স		সরকারি	বে-সরকারি	অন্যান্য	স্কুলের বাইরে	মোট
৬-১৪	সবাই	৮৭.৩	৫.৯	২.৩	৪.৬	১০০
৭-১৬	সবাই	৮৫.৬	৪.৩	২.৩	৭.৮	১০০
৭-১০	সবাই	৮৭.৬	৮.১	১.৯	২.৪	১০০
৭-১০	বালক	৮৭.৪	৮.১	১.৯	২.৬	১০০
৭-১০	বালিকা	৮৭.৮	৮.২	১.৯	২.১	১০০
১১-১৪	সবাই	৮৮.৩	১.৯	৩.০	৬.৯	১০০
১১-১৪	বালক	৮৬.৮	২.০	২.৯	৮.৩	১০০
১১-১৪	বালিকা	৮৯.৮	১.৭	৩.১	৫.৫	১০০
১৫-১৬	সবাই	৭৫.৪	০.৯	২.০	২১.৭	১০০
১৫-১৬	বালক	৭২.৪	০.৬	১.৬	২৫.৪	১০০
১৫-১৬	বালিকা	৭৮.৮	১.২	২.৫	১৭.৫	১০০

নোট. 'অন্যান্য' বলতে মাদ্রাসা ও এজেস ধরা হয়েছে এবং 'স্কুলের বাইরে' বলতে স্কুলছুট + স্কুলে ভর্তি হয়নি ধরা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় এগিয়ে পুদুচেরী

সংবাদ সংকলন : এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বুনিয়াদী (১ম-৬ষ্ঠ/৮ম) শিক্ষার উন্নয়ন সূচকে (EDI) ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পুদুচেরী শীর্ষস্থান অধিকার করল। এই সূচকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ ও তৃতীয় স্থানে কেরালা। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে কেরালার অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়, ২০০৮-০৯ সালের নবম স্থান থেকে ২০১০ সালে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে গেছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সপ্তম থেকে এবারে চতুর্থ স্থান পেয়েছে আর তামিলনাড়ু তার পূর্বের স্থান পঞ্চম ধরে রেখেছে। চন্ডিগড়ের অগ্রগতিও লক্ষ্যণীয়, ২০০৮-০৯ সালের দশম স্থান থেকে ২০১০ সালে ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছে গেছে। এই তালিকায় শেষের দিকে আছে পশ্চিমবঙ্গ। এই সূচক তৈরি হয়ে থাকে National University for Educational Planning & Administration (UNEPA)-এর তত্ত্বাবধানে।

ক্লাসঘর : ইন্ডিয়া বনাম ভারত

■ ওয়েবেন : সাংগঠনিক রিপোর্ট ■

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ বিষয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ১০ মার্চ কোলকাতার সেবা কেন্দ্রে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় যোগদান করেছিলেন মালদা, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার শিক্ষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সহ ওয়েবেন-এর জেলা আহ্বায়কবৃন্দ ও রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

জেলার প্রতিনিধিদের পরিচয় পর্বের পর 'শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা হয় এবং এই রাজ্যে আইনটি লঙ্ঘন ও প্রয়োগের নানা সমস্যার কথা উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটি নোটিফিকেশন ও এই নোটিফিকেশনগুলিতে মূল আইনের বিরোধী বিষয়, আইনটি প্রয়োগের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো নিয়মাবলী তৈরি না হওয়া, 'রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ' তৈরি না হওয়ার মত বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে আসে।

কর্মশালার পরিচালক গৌরগোপাল সরদার মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস এবং শিক্ষা আন্দোলনে ওয়েবেন ও নাফরের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

এরপর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ওয়েবেন-এর রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। তিনি বলেন, আইনটিতে ৭টি অধ্যায়, ৩৮টি ধারা ও ১টি পরিশিষ্ট আছে। আইনটির মূল বক্তব্য হল ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুরা বিনা খরচে শিক্ষা পাবে এবং তা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি অন্য রকম। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টাকা নিচ্ছেন, ভর্তি পরীক্ষা, লটারি ব্যবস্থা প্রভৃতি চালু রয়েছে, যা আইনত দন্ডনীয়। এর কারণ হল যারা আইনটি তৈরি করেছেন, তারা আইনটির সঠিক প্রয়োগে সক্রিয় নন। এছাড়া জনগণও আইনটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এরপর তিনি আইনটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলিও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আইনের বিভিন্ন ধারা ও তার অসঙ্গতির দিকগুলি তিনি তুলে ধরেন, যেমন - আইনে ১ কিমি ও ৩ কিমি-র মধ্যে বিদ্যালয় তৈরির কথা ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ রাখার কথা বলা হলেও বাস্তবে নতুন বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে কোনো স্বচ্ছতা নেই। আইনটি লাগু হওয়ার পর একবছর হতে চলল, কিন্তু রাজ্যে এখনো কোনো নিয়মাবলী তৈরি হয়নি, যদিও ওয়েবেন-এর পক্ষ থেকে দু'বার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে নিয়মাবলী বিষয়ক সুপারিশ জমা দেওয়া হয়েছে। সর্বশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও তা এই আইনের আওতায় পড়েন। এছাড়াও বিদ্যালয়ে শাস্তি বন্ধের বিষয়ে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন তা মূল আইনের বক্তব্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। গত ১ মার্চ, ২০১১ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ভর্তির সময় ২৪০ টাকা নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, যা আইনটির বিরোধী। আইনে বলা আছে ভর্তির সময় কোন রকম শংসাপত্র জমা দিতে হবে না, কিন্তু ২৪০ টাকা যারা জমা দিতে পারবেন না তাদের আবেদন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা সমর্থনযোগ্য নয়। ওয়েবেন-এর মালদা জেলার কালিয়াচক-৩ নং ব্লকের সদস্যদের উদ্যোগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ফি ফেরত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে (আমাদের) করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে তার মতামত দেন - (১) আইনের ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে প্রচারমূলক কাজ করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা-এর জন্য র‍্যালি, পথসভা, মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। এরসঙ্গে আইনটি প্রায়োগের জন্য দাবি তুলতে হবে, (২) জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগকে ঘটনাগুলি জানানো, (৩) ওয়েবেন-এর দাবিগুলি বিভিন্ন স্তরে তুলে ধণা, (৪) রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবি তোলা, (৫) শিক্ষা অধিকার নিয়ে যে সংগঠনগুলি কাজ করে তাদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা ও (৬) গণশুনানী-র জন্য তথ্য সংগ্রহ করা।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা যেসব প্রশ্ন তুলে ধরেন তিনি তার যথাযথ উত্তর দেন।

মন ফাইন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে লোপামুদ্রা নন্দী এরপর মানসিক স্বাস্থ্য, জীবন কুশলতা শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ে শাস্তি বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ে শাস্তি কেন দেওয়া হয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত কারণগুলি উঠে আসে -

(১) শিশুদের দুষ্টুমি
(২) পড়া না পারা
(৩) শিক্ষকদের পড়ানোর ব্যাঘাত ঘটানো,
(৪) পড়ার সময় অন্য কাজ করা ও
(৫) শিক্ষকদের নিজেদের সমস্যা।

শ্রীমতি নন্দী বলেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুবান্ধব পরিবেশ কতটা আছে সে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। তিনি কতকগুলি দিক তুলে ধরেন -

(১) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপুল সিলেবাস - অপ্রয়োজনীয় অংশ, যা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে ক্লাসে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ে, তাদের পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যায় ও তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে।
(২) শিক্ষক-ছাত্র আনুপাত সঠিক নয়, শিক্ষকদের শিক্ষাদান ছাড়াও অন্য সরকারি কাজ দেওয়া হয়।

তিনি এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি ইতিবাচক দিকের উল্লেখ করেন -

ক) জীবনকুশলতা শিক্ষা প্রয়োগ করা,
খ) মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা ।

এরপর জেলাভিত্তিক দলগত আলোচনার মাধ্যমে আইনটি প্রয়োগের জন্য পরবর্তী কর্মসূচি সংক্রান্ত নানা প্রস্তাব উঠে আসে। জেলাভিত্তিক প্রস্তাবগুলির কিছু অংশ নিম্নরূপ :

পুরুলিয়া জেলা : ১) জেলা ও ব্লকস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা, ২) তথ্য জানার অধিকার আইন প্রয়োগ করা, ৩) SCPCR গঠনের দাবিতে ও শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে সরকারিকরণের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা।

মালদা জেলা : ১) হ্যান্ডবিল বিতরণের মাধ্যমে প্রচার চালানো, ২) পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনসভা করা, ৩) প্রতিটি বিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে আইন সম্পর্কে আলোচনা করা, ৪) ব্লকস্তরে র‍্যালি এবং ব্লকস্তরের শিক্ষা আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা, ৫) জেলা স্তরের র‍্যালি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিক ও প্রশাসনের সঙ্গে আইন সম্পর্কে আলোচনা, ৬) জেলা শিক্ষা দফতরে আইনের প্রতিলিপি দেওয়া, ৭) আইনটির বিষয় সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা, ৮) আইনটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা : ১) পঞ্চায়েত, ব্লকস্তরে পথসভা, ২) বিদ্যালয়গুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, ৩) সেমিনারের আয়োজন করা, ৪) মাতা-শিক্ষক সমিতি/গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলিকে সচেতন করার জন্য আইনটি নিয়ে আলোচনা, ৫) জেলাস্তরে প্রেস মিট করা, ৬) বিদ্যালয়ছুট ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, ৭) প্রতিটি বিদ্যালয়ের সভাগুলিতে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা, ৮) শিশু শ্রমিক চিহ্নিতকরণ ও তাদের অভিভাবকদের আইনী পরিষেবা পাওয়ানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া।

বাঁকুড়া জেলা : ১) অভিভাবকদের আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, ২) শিশু গ্রহণযোগ্য পাঠ্যক্রম চালু করার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা, ৩) তৃণমূলস্তর থেকে শিশু অধিকার নিয়ে আলোচনা করা, ৪) গ্রামস্তরে শিক্ষা আধিকারিক, শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে সেমিনার করা, ৫) স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য আলোচনা।

হুগলী জেলা : ১) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, গ্রামশিক্ষা কমিটি, পঞ্চায়েত, পৌরসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কিত আলোচনা সভা, ২) মাতা কমিটিকে শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো, ৩) যে সমস্ত বিদ্যালয় ভর্তি ফি নিচ্ছে তাদের চিহ্নিতকরণ করা।

মুর্শিদাবাদ জেলা : ১) পথসভা, ২) ব্লক ও জিপি স্তরে আলোচনা সভা,৩) শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবহিত করা, ৪) প্ল্যাকার্ডসহ র‍্যালি করা, ৫) শিশু অধিকার নিয়ে যাত্রার আয়োজন করা।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা : শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে র‍্যালি, ২) বিদ্যালয়ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা, ৩) শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, VEC সদস্য, মাতা-শিক্ষক কমিষিটর সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও এদের নিয়ে সেমিনার, কর্মশালা করা, ৪) দেওয়াল লিখন, বিষয়- বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রমিক, শিশু পাচার, বিদ্যালয় ছুট প্রভৃতি, ৫) সরকারি সর্বস্তরে ওকালতি করা ও SCPCR গঠনের দাবি তোলা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা : শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে VEC, SHG, SGSY, NGO, CBO, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, কৃষক দল, গ্রাম উন্নয়ন কমিটিদের সচেতন করা, (২) সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পথসভা. (৩) পথনাটিকার মাধ্যমে জনসচেতনতা, (৪) বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষা অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি আদায় করা, (৫) ওয়েবেন সদস্যদের জন্য আইনটি সম্পর্কে কর্মশালার অয়োজন করা (৬) হ্যান্ডবিল বিতরণ, পোস্টারিং, (৭) জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে SI, DI-এর কাছে ডেপুটেশন, (৮) সমপথ বিতরণ করা, (৯) ব্লক ও পঞ্চায়েতস্তরে আইনটি নিয়ে আলোচনা করা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা : (১) পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের নিয়ে সভা করা, (২) ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের নিয়ে সভার আয়োজন করা, (৩) ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করা, (৪) ভর্তি ফি নেওয়া নিয়ে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সঙ্গে আলোচনা ও প্রায়োজনে DI-এর কাছে জানানো।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা : (১) ব্লকস্তরে শিক্ষক, অভিভাবক-অভিভাবিকা, সম্পদ ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মশালা, (২) প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্লকভিত্তিক সাইকেল র‍্যালি এবং পথসভা, (৩) প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে আইনটির বিষয়ে বিতর্কসভার আয়োজন করা, (৪) স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও দাবীপত্র পেশ করা।

এরপর নাফরে জন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং ওয়েবেন-এর সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য গৌরগোপাল সরদার মহাশয় ওয়েবেন কর্তৃক প্রকাশিত শিশু ইস্তাহার-এর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির প্রতি প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাবের কথা বলেন। শিক্ষা আন্দোলনে ওয়েবেন ও নাফরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, শিক্ষা অধিকার আইন-এর এক বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে নাফরে-জন আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে আগামী ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল দিল্লিতে একটি জাতীয় স্তরের আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। শেষে সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দেন।

অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমীন সভার শেষে উপস্থিত সকলের কাছে শিক্ষা অধিকার আইনকে বাস্তবায়িত করতে ও কর্মসূচির পরিকল্পনায় প্রস্তাবগুলি যুক্ত করতে আবেদন জানান।

উত্তর ২৪ পরগনা

শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার বসিরহাট-১ ব্লক এডুকেশন

নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে দক্ষিণ বাগুন্ডি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত **৫ এপ্রিল** শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের যুগ্ম জেলা আহ্বায়ক মহঃ হাসানুজ্জামান সচেতনতা শিবিরের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের পরিচয় পর্বের পর ওয়েবেন-এর রাজ্য সঞ্চালক শিশু অধিকার ও ওয়েবেন-এর কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা অধিকার আইনের ইতিবাচক দিকগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মোট ৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। বসিরহাট-১ ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে এইরকম আরও একটি শিবির অনুষ্ঠিত হয় গত **৮ এপ্রিল** আখরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীন বিবিডিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে।

মুর্শিদাবাদ

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের দাবিতে র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ সঠিকভাবে প্রয়োগের দাবিতে জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে গত **৯ জুন** পোস্টারে সুসজ্জিত দুটি গাড়ি নিয়ে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন রানীনগর ২ নং চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিউল হাসান। তিনি বলেন, শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন আছে, কিন্তু তা সঠিকভাবে প্রয়োগ নির্ভর করে জনসাধারণের সচেতনতার উপর। তিনি ওয়েবেন-এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। রানীনগর ডাকবাংলো মোড় থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে ডোমকল মহকুমার অন্তর্গত চারটি ব্লক, রাণীনগর-১ ও ২, ডোমকল এবং জলঙ্গী পরিক্রমা করে। এই পরিক্রমার সময় বিভিন্ন স্থানে পথসভা করা হয়। শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত **২৬ জুন** শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগ বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বহরমপুর মহারাণী কাশেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিদ্যালয় শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও ওয়েবেন-এর ব্লক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন জেলা আহ্বায়ক বেনহুর ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ দাস। এ রাজ্যে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আইন সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন গুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকল প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে ঠিক করা হয় রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী তৈরি করা ও রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবিতে জেলাস্তরের প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

মালদহ

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে ও কালিমুদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে গত **২৫ জুন** 'বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯' প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনাসভায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিদ্যালয় শিক্ষক এবং মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের ব্লক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভার শুরুতে ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমিন স্বাগত ভাষণে আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রাথমিক পরিচয় পর্বের পর শিক্ষা অধিকার আইন-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তা প্রয়োগের উপায় এবং এই আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের সকলের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আইনের ইতিবাচক দিকগুলি প্রয়োগের জন্য রাজ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী তৈরি ও রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠনের দাবিতে প্রশাসনিক স্তরে দাবিপত্র পেশ করা হবে। উপযুক্ত পরিকাঠামো ও আন্তরিকতার অভাব-এর কথাও বিভিন্ন বক্তাদের কথায় উঠে আসে।

পুর্ব মেদিনীপুর

প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার দেশপ্রাণ ব্লক এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে বাসন্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী ওয়েবেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আলোচনাসভার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। ওয়েবেনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর প্রতিটি ধারা বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেন। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নোটিফিকেশন নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় ৩৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন পার্শ্ব-শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন সমর বরন মান্না।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে

শিশু ও শিক্ষা অধিকার নিয়ে প্রার্থীদের মুখোমুখি আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত **২২ এপ্রিল** বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের নিয়ে 'জনতার মুখোমুখি' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। শিশু অধিকার ও শিশুদের তৈরি ইস্তাহারের বিষয় নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরতে এই সভার আয়োজন করা হয় নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ-এর সভাকক্ষে। ওয়েবেন-এর রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ওয়েবেন-এর উদ্যোগে জেলায় জেলায় শিশুরা মিলিত হয়ে তাঁদের দাবি ঠিক করেছেন। সেই দাবি ও শিশুদের অধিকারের বিষয়গুলি বিধানসভার প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরতেই এই সভার আয়োজন। হলদিয়া ও তমলুক এই দুই মহকুমার নির্বাচনী প্রার্থীদের এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রসেনজিৎ সামন্ত, নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্রের সমাজবাদী দলের প্রার্থী ব্রহ্মময় নন্দ, চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমুল কংগ্রেস প্রার্থী অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্যের প্রতিনিধি সুকান্ত মান্না এই সভায় বক্তব্য রাখেন। তাঁরা সকলেই ওয়েবেন-এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং দাবিগুলির সাথে মহমত প্রকাশ করেন। তাঁরা জয়ী হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ মাভৈ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়েবেন-এর রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক সমরবরন মান্না।

আমজনতা জনতার মুখোমুখি

শিশু ও জনগনের ইস্তেহার - ২৩।৪।২০১১

সভায় বিধানসভা নির্বাচনরে প্রার্থীবর্গ এবং আমজনতাগন উপস্থিত হওয়ার পর উদ্বোধনী সঙ্গীত ও বরনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে সমরবরন মান্না মহাশয় বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গ এডুকেশন নেটওয়ার্কের শিশু নিয়ে যে ভাবনা তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। তমলুক ইস্তেহার নিয়ে আলোচনা করা। এরপর বক্তব্য রাখেন জনকল্যান সমিতির সম্পাদক স্বপন পন্ডা মহাশয়। বক্তব্যের মাধ্যমে ১০০টি দেশ রাষ্ট্রসংঘে মিলিত হয়ে শিশুদের চারটি অধিকার সনদে পাশ হয়েছিল। আরো বলেন বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন এখন আমাদের রাজ্যে হয়। কাঁথি ৩নং ব্লকে পার্বতীর ঘটনা তুলে ধরেন। আমাদের দেশে ১০০ কোটি লোকের মধ্যে ৪৩% শতাংশ নাবালক, তাহলে শিশুর বিকাশ যদি না হয় তাহলে দেশ, সমাজ, পরিবার ভেঙে যাবে বলে উল্লেখ করেন। তাই শিশুদের নিয়ে রাজনৈতিক দলীয় ইস্যু দরকার আছে। এখানে তিনি সেনিটেশানকে ঘিরে উদাহরণ দেন। আরও বলেন আমাদের রাজ্যে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে বলেন যে, এই সমস্যায় পড়বে আমাদের শিশুরা। বলেন শিশুদের অধিকাগুলি সুদৃঢ় করতে হলে রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে ফেলতে হবে এবং বক্তব্য তুলে ধরবেনপ এই বলে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন এগরা বিধানসভা নির্বাচন প্রার্থী সমরেশ দাশ। উনি ওয়েস্ট বেঙ্গ এডুকেশন এই ধরনের উদ্যোগকে সহমত পোষন করেন। বলেন আগামী দিনে সরকার পরিবর্তন হলে ইস্তেহার দাবীগুলো পরিবর্তন করবে বলে আশ্বাস দেন। উনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রেমানন্দ প্রধান মহাশয়, ইস্তেহারের দাবীগুলো মতামত পোষন করেন। বলেন রাজনীতিবিদ ছাড়া শিশুদের নিয়ে কিছু করা যাবেনা তা উনি স্বীকার করলেন না। একটা শিশুর সকাল থেকে সন্ধ্যা বর্যন্ত বই নিয়ে দৌড়ানো নিয়ে বলেন আরও বলেন যে শিশু নীল আকাশ, ঘাসে চকচকে শিশির বিন্দু দেখতে পায় না তারা বই নিয়ে দৌড়ালেই কি মানুষ হবে? এখন প্রাইমারিতে নীতি শিক্ষা ইচ্ছে করে বর্জন করেছেন কারন সবাই মনে করে শিশুদের রোবট তৈরী করবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ডঃ কমলেশ মিশ্র (দঃ কাঁথি)। দাবীর ১ নং পয়েন্টে বলেন বহুস্তরীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। ২ নং দাবীতে বলে বয়স্ক বাবা মাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত। পিতা মাতার শিক্ষা না থাকলে শিশুর শিক্ষা হবেনা। তিনি বলেন আইন কিছু করতে পারবেনা। যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যাবে। সংগঠনের এই প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বক্তব্যের ঠিক পরে বিবেকানন্দ মহাশয় কমলেশ মিশ্রকে বহুস্তরীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে কোন প্রশ্ন করেন। উত্তরে বলে প্রতি ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে এইটা নিয়ে বলেন। **প্রশ্ন:-** আমরা গরীব মানুষের দিকে না পুঁজিপতির দিকে থাকব। উ:- বলেন এটা উচিত না। কিন্তু বলেন এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে প্ল্যান পেশ করতে।

এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী মহাশয়, বক্তব্যে বলেন শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে বলেন। ৩৫ বছরের সরকার শিক্ষা নিয়ে কিছু ভাবেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের মিড-ডে-মিল নিয়ে নিন্দা করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত রায় মহাশয় (প্রার্থীর প্রতিনিধি)। উনি বলেন শিশুদের শিক্ষা নীতি আলাদা করতে হবে। শিক্ষা নীতির ত্রুটিগুলি পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেন প্রাইভেট টিউশন ও প্যারালাল পড়াশুনো বাতিল করতে হবে। বলেন একটি শিক্ষক মুল করলে একটি জাতি নষ্ট হয়ে যাবে। অভিভাবক ভুল করলে সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তিনি বলেন সবাই মিলে শপথ নিলে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে পারি।

এরপর বক্তব্য রাখেন এগরা জনতা পার্টির প্রার্থী মিনতি সুর মহাশয়া। বলেন শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষাকে আইন দিয়ে বড়ো করা যায়না। বলেন শিশুর উপর অতিরিক্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য শিশু মানসিক রোগী হচ্ছে, তার জন্য দায়ী কিন্তু বাবা মা। শিক্ষার ত্রুটির জন্য পেছনে আছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা। বলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশনের ইস্তোহারের দাবীগুলি গর্বের সঙ্গে মেনে নেন এবং বলেন এগুলি পরিবর্তন হোক এই আশা রেখে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেত্রী বনশ্রী মাইতি (উঃ কাঁথি)। যদি উনি জেতেন তাহলে শিশুর পাশে থাকবেন। শিশুদের নিয়ে ভাববেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী নেত্রমোহন সু মহাশয় (দক্ষিণ কাঁথির সিপিআইএম প্রার্থী উত্তম প্রধানের প্রতিনিধিরা)। তিনি ইস্তেহারের দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন মাননীয় অধ্যাপক মনোরঞ্জন মাইতি। উনি উনার ভাবনার কথা বলেন শিশু সুরক্ষা, শিক্ষা, শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচ্য বিষয়। শিশুর বাল্য, কৈশর, যৌবন পর্যন্ত নজর দেওয়া দরকার। এই জন্য বলা হয় শিশু সম্পদ। তিনি বলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক যে দাবী গুলি উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে মনে করেন। *শেষাংশ ৮ পাতায়*

শিশুদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত উদ্যোগ

তাপস জানা

শিক্ষার জন্য যে জাতীয় কর্মসূচী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা ভারতীয় সংবিধানে শিশুদের চাহিদা এবং তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই কর্মসূচীতে জাতীয় সংস্থানকে দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে।

শিশুর জন্মের আগে ও পরে তার শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক, বিকাশের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই তাদের ভারসাম্য পূর্ণ বৃদ্ধির ও বিকাশের জন্য অনুকুল পরিবেশ পায়। এ ব্যাপারে রাজ্যস্তরে গৃহীত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

১। **শিশুর জন্য আবাসিক ব্যবস্থা**

- Juvinile Justice (Care & Protection of Children) Act ২০০০ (J.J.Act) অনুযায়ী শিশুদের জন্য সরকার পরিচালিত - আবাসনের (Homes) ব্যবস্থা। এই আইন ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল কার্যকরী হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের আবাসিক প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় প্রদান করা যায়। সরকার পরিচালিত আবাসন ছাড়াও বেসরকারী সংগঠনের বিভিন্ন আবাসনকে এই আইন অনুযায়ী উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এবং তারা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কিশোর অপরাধীদর আইনের দ্বারা অবহেলিত চিহ্নিত হয়। বেসরকারী সংগঠন পরিচালিত আবাসে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়।

- **অপরাধ কল্যাণ কমিটি স্থাপন/গঠন :**
  এই আইনের শর্ত অনুযায়ী অবহেলিত অপরাধীদের পরিচর্যা (care) নিরাপত্তা (protection) চিকিৎসা, উন্নয়ন এবং পূর্নবাসনের জন্য রাজ্যে ৫টি অপরাধী কল্যান সমিতি তৈরি করা হয়েছে।

- **অপরাধীদের বিচারের জন্য বোর্ড গঠন :**
  অপরাধ প্রবন বা অপরাধকারী শিশুদের ঘটনায় হস্তক্ষেপের জন্য এই রাজ্য এখন ও পর্যন্ত একটি Juvinile Justice Board গঠিত হয়েছে। এই আইনের শর্ত অনুযায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু অর্থাৎ বোবা, কালা, অন্ধ, মানসিক প্রতিবন্ধী, মানসিক অসুস্থ শিশুদের জন্য আবাস তৈরি করতে হবে। এই রকম একটি আবাস তৈরি হয়েছে যেখানে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে রাখা হয়েছে। মায়েদের রক্তে HIV + পাওয়া গেছে।

- Residential Institution for Destititute children :
  ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু, যাদের পরিচর্য্য এবং নিরাপত্তা প্রয়োজন। তারা cottage পরিকল্পনা-এর আওতায় আসবে। সহায় সাবলম্বীহীন (Destitute) শিশুদের পরিষেবার উদ্দেশ্য হল যে সমষ্টিতে তার বাস করে, সেই সমষ্টির মধ্যে তাদের সুনাগরিক হিসাবে পূর্ণবাসন করা। এই কর্মসূচির মধ্যে দূরীকরন পরিষেবা যথা খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং সমাধান মূলক পরিষেবা যথা প্রাক বৃত্তিমূলক এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন, বৃত্তি বাছতে সাহায্য করা। বিনোদন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং নাগরিকত্তর শিক্ষা ইত্যাদি যুক্ত আছে। সহায় সম্বলহীন শিশুদের এই পরিষেবা প্রদান ছাড়াও প্রতিরোধ মূলক প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে এই সহায় সম্বলহীনতা না ছড়ায় বা সম্প্রসারণ করে।

২। **শিশুদের অনাবাসিক ব্যবস্থা** (Non Reidential Prog for the Children):-
অনাবাসিক পরিচর্যা সহায় সম্বলহীন শিশুদের অর্থনৈতিক সমাজ পরিকল্পনা ১৯৮০, (Non Institutional Care, Financial Asistance for the Destitute Children Scheme) এই প্রকল্পের অধীনে একজন প্রার্থী অধিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে।

- ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং কমপক্ষে ৬ বৎসর পশ্চিবঙ্গে বসবাস করতে হবে।
- বয়স ৬-১৮ বৎসর মধ্যে হতে হবে।
- পশ্চিমঙ্গ সরকারের স্বীকৃত কোনও বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র / ছাত্রী হতে হবে।
- ক্রমশ একজন শিশু হতে হবে যে বাবা মাকে হারিয়েছে, বা বাবাকে হারিয়েছে এবং মা অথবা আত্মীয়রাপ্রতিপালন করছে। যার মাসিক আয় ২৫০ টাকার কম।
- অবশ্যই যে কোনও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও আর্থিক অনুদান পায় না।

এই আর্থিক সহায়তার পরিমান হচ্ছে প্রতিমাসে শিশু ৬০ টাকা, শিশু যতদিন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করবে, অথবা যতদিন না ১৮ বছর বয়স হয় ততদিন এই আর্থিক সহায়তা পাবে। তার সহায় সম্বলহীনতা দূর হলে যে তার অর্থ

সাহায্য পাবে না।

৩। **পরিত্যক্ত অথবা পিতামাতার দ্বারা পরিত্যাগ করা শিশুদের দত্তক গ্রহন** (adoptation of children who are either abandoned or relingnished) :-

- রাজ্য সরকার তার বিধিবন্ধতার মধ্যে দত্তক গ্রহন কর্মসূচীর পরামর্শ প্রদান করবে। শিশু দত্তক প্রদানকারী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয়কারী সংস্থার দ্বারা খুটিয়ে দেখা বা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে পরীক্ষা করে দেখার কাজে নিযুক্ত সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- উপযুক্ত শিশুদের দত্তক গ্রহণের উন্নতি করা ও উৎসাহিত করা অথবা দেশের মধ্যে পরিবারে অবিভাবক গ্রহন করা।
- ১৯৬০ সালে orphanages and others charitable Act যে প্রয়োগ করা অথবা অন্য কোনও বিকল্প উপযুক্ত আইন প্রয়োগ করা। যাতে শিশুদের জন্য ন্যূনতম মান বজায় রাখা হয় বা প্রতিষ্ঠানগুলি মান বজায় রাখে।
- যে সমস্ত সংস্থা Central Adoption Resource Agency-র কাছে দেশের মধ্যে দত্তক প্রদানের কাজ করার জন্য স্বীকৃতি চেয়েছে, আবেদন করেছে অনুমতির জন্য সেই সব সংগঠনগুলির সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।
- দত্তক সম্পর্কীয় কাজ কর্মের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা।
- দেশের মধ্যে এবং দেশের বাহিরে যে সমস্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দত্তক সম্পর্কিত কাজ কর্ম করছে বছরে অন্তত একবার তাদের কাজকর্ম অনুসন্ধান করে দেখা।

৪। **সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প** (ICDS):-

- ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুর পুষ্টি অবস্থানের উন্নতি করা।
- জন্ম, মৃত্যুর হার অপুষ্টি এবং স্কুলে পড়া ছেড়ে দেওয়ার হার কমানো।
- শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আবেগজনিত (Emotional) উন্নতির ভিত প্রস্তুত করা।
- এই সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন বিভাগ, তাদের নীতি ও কর্মসূচী প্রনয়ন ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় আনা।
- শিশুদের উন্নত মানের পরিচর্যা এবং পুষ্টি প্রদানের জন্য মায়েদের সামর্থ বৃদ্ধি করা।

৫। **ক্রেস** (Creeche) :

- বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রয়াসে সারা দেশে ২৪৭০টি ক্রেস গড়ে উঠেছে।
- অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া কর্মরতা মহিলাদের শিশুরা এখানে থাকতে পারে।
- কেন্দ্রে শিশুদের জন্য দিবাকালীন সমস্ত পরিষেবা পরিপূরক পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবার

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

- ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ক্রেস তহবিল প্রতিষ্ঠান হয়। শিশুদের অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৯.৯০ কোটি টাকার আর্থিক তহবিল দেওয়া হয়।

৬। **বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা** (Balika Samriddhi Yojana (B.S.Y.)

সারাদেশে ২৫টি বালসেবিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বছরে ১২৫০ মেয়েকে Indian Council for Child Welfare প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

৭। **পথ শিশুদের জন্য সুসংহত পরিকল্পনা** (Integrated Scheme of Street Children):-

১৯৯২-৯৩ সালে পথশিশুদের জন্য একটি কল্যানমূলক সুসংহত স্কীম চালু করা হয়ছে। এই স্কীম রুপান্তরিত হয়ে ১৯৯৪-৯৯ সালে "An Integrated Programme for Street Children" নামে পরিচিত হয়েছে। এই স্কীমের মাধ্যমে পথ শিশুদের আশ্রয়, পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিছন্নতা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ এবং শিশুদের অপব্যবহার ও বঞ্চনা থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৮। **শিশুদের সাহসিকতার জন্য পুরস্কার :** (Bravery Award for Children) :-

অনেক সময় আমরা শিশুদের সাহসিকতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। শিশুদের সাহসিকতার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। উদ্দেশ্য শিশুকে আরও বেশী মানবিক হতে, সামাজিক হতে এবং সাহসিকতার কাজ করতে উৎসাহিত করা এবং এর জন্য তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

এই পুরস্কার প্রথম তিনজন প্রার্থীর জন্য মানপত্র সহ তিনটি সোনার পদক থাকে এবং দশ জন্য প্রার্থীর জন্য পুরস্কার থাকে। সোনার পদকের দাম ৭৫০ টাকার এবং রুপোর পদকের দাম প্রতিটি ৩৫০ টাকার বেশী হবে না। অন্যান্য পুরস্কার ১০০ টাকার হবে।

সমাজ কল্যানের পরিচালক এই পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রহন করে এবং জেলাশাসকরা জেলায় ইহা সম্পন্ন করে।

৯। গর্ভবতী ও সদ্য প্রসব বা দুগ্ধ প্রদায়ী জননীদের সুরক্ষা পুষ্টি এবং শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

১০। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক ও অপরিহার্য ব্যবস্থা করা।

১১। শিশুদের খাদ্য সংক্রন্ত অভাব দূর করতে পরিপূরক পুষ্টি ব্যবস্থা করা।

১২। শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন এবং যত্নের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া।

১৩। শহর ও গ্রামের বিভিন্ন তফশিলী জাতি, উপজাতি বা অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত শিশুদের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা এবং বিশেষ ধরণের সহায়তা প্রদান করা।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরবেক্ষ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে জনসাধারণকে উন্নয়ন কার্যকলাপে সক্রিয় হিসাবে অংশগ্রহণ করা একান্তভাবে জরুরী। এ ব্যাপারে সরকারি সাহায্যে ও প্রকল্পে সঠিক রূপায়ণে, পরিকল্পনা প্রণয়নে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য, দায়িত্ব সচেষ্ট হওয়া উচিত। রাষ্ট্র, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী থেকে উন্নত ও উন্নততর দেশ হিসাবে গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেয়। ■

সরকারের বিধি অনুসারে, মজুরদের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত ?

ন্যূনতম মজুরি আইন কী ?

ন্যূনতম মজুরি আইন ১৯৪৮, হল দেশের প্রথম এই ধরনের আইন যার দ্বারা অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্যে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল, অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা এবং তীব্র শোষণের হাত থেকে এদের রক্ষা করা। ন্যূনতম মজুরীর ক্ষেত্রে শ্রমিকের দক্ষতা, অদক্ষতা কোন সূচক হিসাবে ধরা হয়না।

বর্তমান বাজারে মজুরদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী কোনভাবে বেঁচে থাকার পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়। সরকারি ন্যূনতম মজুরী আইন এখনও পর্যন্ত গ্রামেগঞ্জে মেনে চলা হয় না। সরকারি প্রশাসনেরও ন্যূনতম মজুরী আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন প্রচেষ্টা নেই। ব্লকের ন্যূনতম মজুরীর পরিদর্শক মজুরীর বিষয়টি ছাড়া আর সমস্ত বিষয়েই সক্রিয়। আমরা চাই, সরকার ১৫তম আইএলসি এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে যুক্তিযুক্ত ভাবে মজুরদের ন্যূনতম মজুরী সংশোধন করুক। সাথে সাথে ন্যূনতম মজুরী আইন সারা রাজ্যে সঠিক ভাবে বলবৎ করতে সচেষ্ট হোক।

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ভিত্তি

ক) পরিবার :

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে শ্রমজীবী পরিবার বলতে স্বামী স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তানকে বোঝাবে। স্ত্রী ও সন্তানদের কোনও আয় এর মধ্যে ধরা হবে না।

খ) খাদ্য :

পরিবারের প্রত্যেক বয়স্ক লোকের প্রতিদিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ২৭০০ ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন হয় বলে বিখ্যাত পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডা: এক্রায়েডের সুপারিশ ১৫তম 'আইএলসি'-তে গ্রহণ করা হয়।

গ) বস্ত্র :

বছরে মাথা পিছু গড়ে ১৮ গজ কাপড় প্রয়োজন। অর্থাৎ পরিবারের জন্য প্রয়োজন বছরে ৭২ গজ কাপড়।

ঘ) বাসস্থান :

সরকারি আবাসনে সরকার কর্তৃক ন্যূনতম ভাড়া।

ঙ) জ্বালানি, আলো ইত্যাদি :

মোট ন্যূনতম মজুরির শতকরা ২০ ভাগ জ্বালানি, আলো ইত্যাদির জন্যে বরাদ্দ করার কথা।

চ) শিশুর শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যয়, বিনোদন ইত্যাদি:

মোট ন্যূনতম মজুরীর ২৫ শতাংশ বরাদ্দ করার কথা।

তাহলে মজুরি কত হওয়া উচিত ?

প্রথমে ২৭০০ ক্যালোরি খাদ্যের বিষয়ে হিসাব করা যাক। ডা: এক্রায়েডের হিসাব অনুসারে ২৭০০ ক্যালোরি খাদ্যের জন্য মাথা পিছু নিম্নলিখিত খাদ্যের প্রয়োজন।

খাদ্য	পরিমাণ	ক্যালোরি (১০০ গ্রাম)	ক্যালোরি মূল্য	দর টাকা-কেজি		মূল্য (টাকা)	
				শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম
শস্য (চাল, গম)	৩৯৭ গ্রাম	৩৪৫	১৩৭০	২৬.৪৫	১৮	১০.৫	৭.১৫
ডাল	৮৫.২ গ্রাম	৩৪৩	২৯২	৫৭.১৫	৫৫	৪.৮৭	৪.৬৯
শাকপাতা	১১৩.৪ গ্রাম	৫১	৫৮	১৫.০০	১০	১.৭	১.১৩
আলু জাতীয় সব্জি	৮৫.২ গ্রাম	৫০	৪৩	১২.৫৮	১৫	১.০৭	১.২৮
অন্যান্য সব্জি	৮৫.২ গ্রাম	৩২	২৭	২০.০০	১২	১.৭	১.০২
ফল	৮৫.২ গ্রাম	৫৯	৫০	৫০.০০	৫০	৪.২৬	৪.২৬
দুধ	২০০ মিলি	৬৭	১৩৪	২৪.০০ (লিটার)	২২ (লিটার)	৪.৮০	৪.৪০
তেল, ঘি	৪০ গ্রাম	৯০০	৩৬০	৭২.৮০	৬৫	২.৯১	২.৬০
চিনি, গুড়	৫৬.৬৮ গ্রাম	৩৯৮	২২৬	৩২.৯৬	৩০	১.৮৭	১.৭০
মাছ, মাংস	৮৫.২ গ্রাম	১০৫	৮৯	১৮০.৫০	১২০	১৫.৩৮	১০.২২
ডিম-অর্ধেক	২৮.২৫ গ্রাম	১৭৩	৪৯	৩.৫০	৩.৫০	১.৭৫	১.৭৫
মোট			২৬৯৮			৫০.৮১	৪০.২০

আজকের বাজার দরে মাথা পিছু ওই খাদ্যের মূল্য দাঁড়ায় শহরে ৫০ টাকা ৮১ পয়সা এবং গ্রামে ৪০ টাকা ২০ পয়সা। অতএব প্রত্যেক পরিবারে দৈনিক কেবলমাত্র খাদ্যের প্রয়োজন দরকার হয় শহরে ৫০.৮১ **X** ৩ বা ১৫২ টাকা ৪৩ পয়সা (স্বামী, স্ত্রী এবং ২ সন্তানকে ১ জন বয়স্ক হিসাবে ধরা হয়েছে) ও গ্রামে ৪০.২০ **X** ৩ বা ১২০ টাকা ৬০ পয়সা। এবার হিসাব করা যাক বস্ত্র বা পোষাক পরিচ্ছদে কত লাগে ? প্রত্যেক পরিবার ৭২ গজ কাপড় এবং প্রতি গজ কাপড়ের মূল্য যদি ৮০ টাকা ধরা হয় তবে প্রতি বছর পরিবার পিছু লাগে ৭২ গজ **X** ৮০ টাকা বা ৫৭৬০ টাকা। শহরে দৈনিক লাগে প্রায় ৩২ টাকা এবং গ্রামে লাগে ৪৮ টাকা (আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী সরকারি প্রকল্প সহ একজন গ্রামীণ মজুর গ্রামে বছরে কাজ পায় ১২০ দিন এবং শহরের দিন মজুর বছরে গড়ে কাজ পায় ১৮০ দিন)। তাছাড়া, প্রতিটি পরিবারের কাপড়চোপড় কাচা ও অন্যান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ডিটারজেন্ট পাউডার, সাবান, সোডা তেল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এরজন্য পরিবার পিছু দৈনিক ন্যূনতম খরচ ৭ টাকা।

তাহলে সরকারি বিধিমতে হিসাব করে মজুরদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি দাঁড়ায়

	শহরে	গ্রামে
খাদ্য	১৫২ টাকা ৪৩ পয়সা	১২০ টাকা ৬০ পয়সা
বস্ত্র	৩২ টাকা ০০ পয়সা	৪৮ টাকা ০০ পয়সা
অন্যান্য	৭ টাকা ০০ পয়সা	৭ টাকা ০০ পয়সা
মোট	১৯১ টাকা ৪৩ পয়সা	**১৭৫ টাকা ৬০ পয়সা**

এর উপর আবার শতকরা ২০ ভাগ অর্থাৎ ২০ শতাংশ হারে জ্বালানি ও অন্যান্য খরচ

	শহরে	গ্রামে
	১৯১ টাকা ৪৩ পয়সা	১৭৫ টাকা ৬০ পয়সা
জ্বালানী	৩৮ টাকা ২৯ পয়সা	৩৫ টাকা ১২ পয়সা
	২২৯ টাকা ৭২ পয়সা	২১০ টাকা ৭২ পয়সা

রেপটাকোস ব্রেট বনাম ওয়ার্কমেন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে ২৫ % হারে শিশুর শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যয়, বিনোদন ইত্যাদির জন্য যোগ হবে। অর্থাৎ মজুরী দাঁড়ালো :

	শহরে	গ্রামে
	২২৯ টাকা ৭২ পয়সা	২১০ টাকা ৭২ পয়সা
শিক্ষা, চিকিৎসা বিনোদন	৫৭ টাকা ৪৩ পয়সা	৫২ টাকা ৬৮ পয়সা
	২৮৭ টাকা ১৫ পয়সা	২৬৩ টাকা ৪০ পয়সা

এর উপর আবার বাসস্থানের জন্য আরো ১০ শতাংশ। তাহলে সরকারি বিধি ও মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে একজন মজুরের ন্যূনতম মজুরী হওয়া উচিত :

	শহরে	গ্রামে
	২৮৭ টাকা ১৫ পয়সা	২৬৩ টাকা ৪০ পয়সা
বাসস্থান	২৮ টাকা ৭২ পয়সা	২৬ টাকা ৩৪ পয়সা
	৩১৫ টাকা ৮৭ পয়সা	২৮৯ টাকা ৭৪ পয়সা

অর্থাৎ সরকারি বিধিমতে সরকারি কানুন অনুসারে একজন মজুরের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি হওয়া উচিত শহরে ৩১৫ টাকা ৮৭ পয়সা এবং গ্রামে ২৮৯ টাকা ৭৪ পয়সা।

বিঃ দ্রঃ

১। National Institute of Nutrition দ্বারা নির্ধারিত খাদ্যের ক্যালোরি মূল্যকে সূচক হিসাবে ধরা হয়েছে।

২। গ্রামে সমীক্ষা করে পাওয়া দরকে খাদ্যের বাজার দর হিসাবে ধরা হয়েছে।

৩। শহরের জন্য Labour Bureau, Govt. of India (http://labourbureau.nic.in/CPI_Prices.htm) কলকাতা শহরের এপ্রিল ২০১১'র খাদ্যের বাজার দর নেওয়া হয়েছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক সংগ্রামী মঞ্চ

৪/১, ভবনাথ সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৪, দূরভাষ - (০৩৩) ২৫৪৩ ৫৩৮১

পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্য ও জেলা-ওয়াড়ি সাক্ষরতার তথ্য : জনগণনা ২০০১-২০১১

ক্রম	দেশ | রাজ্য | জেলা	সাক্ষর (৭+)		সাক্ষরতার হার					লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতা					
									সাক্ষর ২০১১		২০০১		২০১১	
		২০০১	২০১১	২০০১	র‍্যাঙ্ক	২০১১	র‍্যাঙ্ক	বেড়েছে	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
	পশ্চিমবঙ্গ	৪৭১৯৬৪০১	৬২৬১৪৫৫৬	৬৮.৬৪	-	৭৭.০৮	-	+৮.৪৪	৩৪৫০৮১৫৯	২৮১০৬৩৯৭	৭৭.০২	৫৯.৬১	৮২.৬৭	৭১.১৬

- জনগণনা ২০১১ অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার ৭৭.০৮% ।
- পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার এক দশকে ৬৮.৬৪% (২০০১) থেকে বেড়ে ৭৭.০৮% (২০১১) হয়েছে, বৃদ্ধি ৮.৪৪% ।
- পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হারের তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর (৮৭.৬৬%), দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা (৮৭.১৪%), তৃতীয় স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা (৮৪.৯৫%), চতুর্থ স্থানে হাওড়া (৮৩.৮৫%) ও এরপর রয়েছে হুগলি (৮২.৫৫%) । এই তালিকায় সর্বনিম্নে রয়েছে উত্তর দিনাজপুর (৬০.১৩%) ।
- রাজ্যের পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮২.৬৭% । পুরুষ সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রেও পূর্ব মেদিনীপুরের (৯৩.১৪%) স্থান সর্ব্বোচ্চে । সর্বনিম্নে রয়েছে উত্তর দিনাজপুর (৬৬.৬৫%) ।
- পুরুষ সাক্ষরতার হার এক দশকে ৭৭.০২% (২০০১) থেকে বেড়ে ৮২.৬৭% (২০১১) হয়েছে, বৃদ্ধি ৫.৬৫% ।
- রাজ্যের নারী সাক্ষরতার হার ৭১.১৬% । কলকাতার (৮৪.৯৮%) স্থান সর্ব্বোচ্চে । সর্বনিম্নে রয়েছে উত্তর দিনাজপুর (৫৩.১৫%) ।
- নারী সাক্ষরতার হার এক দশকে ৫৯.৬১% (২০০১) থেকে বেড়ে ৭১.১৬% (২০১১) হয়েছে, বৃদ্ধি ১১.৫৫% ।
- এক দশকে নারী সাক্ষরতার হার পুরুষ সাক্ষরতার হার-এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ।

১	পূর্ব মেদিনীপুর*	৩০৩৭১০৬	৩৯৬৯৭৫০	৮০.১৬	২	৮৭.৬৬	১	+৭.৫০	২১৭৮৬১১	১৭৯১১৩৯	৮৯.১৩	৭০.৭০	৯৩.১৪	৮১.৮১
২	কলকাতা	৩৩৮২১০৩	৩৬৪৮২১০	৮০.৮৬	১	৮৭.১৪	২	+৬.২৮	১৯৬৬১২২	১৬৮২০৮৮	৮৩.৭৯	৭৭.৩০	৮৯.০৮	৮৪.৯৮
৩	উত্তর ২৪ পরগনা	৬১৫১৫২৭	৭৭৯৮৭২২	৭৮.০৭	৩	৮৪.৯৫	৩	+৬.৮৯	৪১৭৪৫৫৯	৩৬২৪১৬৩	৮৩.৯২	৭১.৭২	৮৮.৬৬	৮১.০৫
৪	হাওড়া	২৮৯৫৬২৫	৩৬৪২৬১৭	৭৭.০১	৪	৮৩.৮৫	৪	+৬.৮৪	১৯৭২২৮২	১৬৭০৩৩৫	৮৩.২২	৭০.১১	৮৭.৬৯	৭৯.৭৩
৫	হুগলী	৩৩৩৩৯৮৮	৪১৪০৪৮৭	৭৫.১১	৫	৮২.৫৫	৫	+৭.৪৪	২২৫০৭৮০	১৮৮৯৭০৭	৮২.৫৯	৬৭.২১	৮৭.৯৩	৭৬.৯৫
৬	দার্জিলিং	১০০৮২৮৮	১৩২৮২১৮	৭১.৭৯	৬	৭৯.৯২	৬	+৮.১৪	৭২৩৭১১	৬০৪৫০৭	৮০.০৫	৬২.৯৪	৮৫.৯৪	৭৩.৭৪
৭	পশ্চিম মেদিনীপুর*	৩১২৭২১০	৪১৭৩৫২২	৭০.৪১	৭	৭৯.০৪	৭	+৮.৬৩	২৩৩৩৬৭৯	১৮৩৯৮৪৩	৮১.২৮	৫৯.১১	৮৬.৬৬	৭১.১১
৮	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৪০৬৭৩৪৩	৫৬৩৯১১২	৬৯.৪৫	৯	৭৮.৫৭	৮	+৯.১২	৩১২০২০০	২৫১৮৯১২	৭৯.১৯	৫৯.০১	৮৪.৭২	৭২.০৯
৯	বর্ধমান	৪২০৫১৪৬	৫৩৫০১৯৭	৭০.১৮	৮	৭৭.১৫	৯	+৬.৯৭	২৯৭৯০৭৪	২৩৭১১২৩	৭৮.৬৩	৬০.৯৫	৮৩.৪৪	৭০.৪৭
১০	নদীয়া	২৬৪৪৪৬১	৩৫২৪০৭৩	৬৬.১৪	১১	৭৫.৫৮	১০	+৯.৪৫	১৯০৬৯৬৬	১৬১৭১০৭	৭২.৩১	৫৯.৫৮	৭৯.৫৮	৭১.৩৫
১১	কোচবিহার	১৩৮৬৯৬৫	১৮৭৯৯৮৪	৬৬.৩০	১০	৭৫.৪৯	১১	+৯.১৯	১০৪৫৯০৩	৮৩৪০৮১	৭৫.৯৩	৫৬.১২	৮১.৫২	৬৯.০৮
১২	দক্ষিণ দিনাজপুর	৭৯৯৪৭৯	১১০২৩৫৫	৬৩.৫৯	১২	৭৩.৮৬	১২	+১০.২৬	৬০৭৯৯২	৪৯৪৩৬৩	৭২.৪৩	৫৪.২৮	৭৯.৬৩	৬৭.৮১
১৩	জলপাইগুড়ি	১৮১০০৮৩	২৫২৭০১৮	৬২.৮৫	১৪	৭৩.৭৯	১৩	+১০.৯৪	১৪১২০৬৫	১১১৪৯৫৩	৭২.৮৩	৫২.২১	৮০.৬১	৬৬.৬৫
১৪	বাঁকুড়া	১৭৩৪২২২	২২৬৪০১৩	৬৩.৪৪	১৩	৭০.৯৫	১৪	+৭.৫২	১৩২১৭৯৪	৯৪২২১৯	৭৬.৭৬	৪৯.৪৩	৮১.০০	৬০.৪৪
১৫	বীরভূম	১৫৫৩৮৫২	২১৭৫৯২৩	৬১.৪৮	১৫	৭০.৯০	১৫	+৯.৪১	১২১৪৭৭২	৯৬১১৫১	৭০.৮৯	৫১.৫৫	৭৭.৪২	৬৪.০৭
১৬	মুর্শিদাবাদ	২৬২০৫৩৮	৪১৩৪৫৮৪	৫৪.৩৫	১৭	৬৭.৫৩	১৬	+১৩.১৮	২২২৩২৩৭	১৯১১৩৪৭	৬০.৭১	৪৭.৬৩	৭১.০২	৬৩.৮৮
১৭	পুরুলিয়া	১১৮২২৮৪	১৬৫৬৯৪০	৫৫.৫৭	১৬	৬৫.৩৮	১৭	+৯.৮১	১০২১৪৫৫	৬৩৫৪৮৫	৭৩.৭২	৩৬.৫০	৭৮.৮৫	৫১.২৯
১৮	মালদা	১৩৩২৭০৪	২১৩৬৮৯৮	৫০.২৮	১৮	৬২.৭১	১৮	+১২.৪৩	১১৮২৬৭২	৯৫৪২২৬	৫৮.৮০	৪১.২৫	৬৭.২৭	৫৭.৮৪
১৯	উত্তর দিনাজপুর	৯২৩৪৭৭	১৫২১৯৩৩	৪৭.৮৯	১৯	৬০.১৩	১৯	+১২.২৫	৮৭২২৮৫	৬৪৯৬৪৮	৫৮.৪৮	৩৬.৫১	৬৬.৬৫	৫৩.১৫

Figures of Paschim Medinipur & Purba Medinipur for 2001 have been recast as erstwhile Medinipur divided into two districts after 2001 Census.

সাক্ষরতার হার ২০০১-২০১১

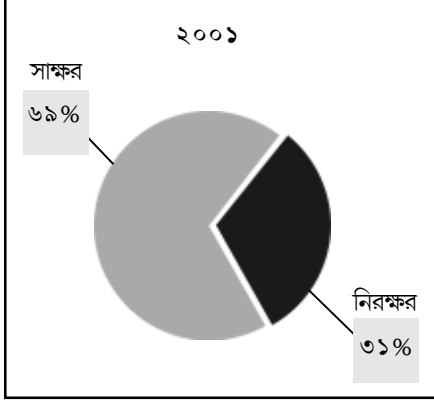

লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতা ২০০১-২০১১

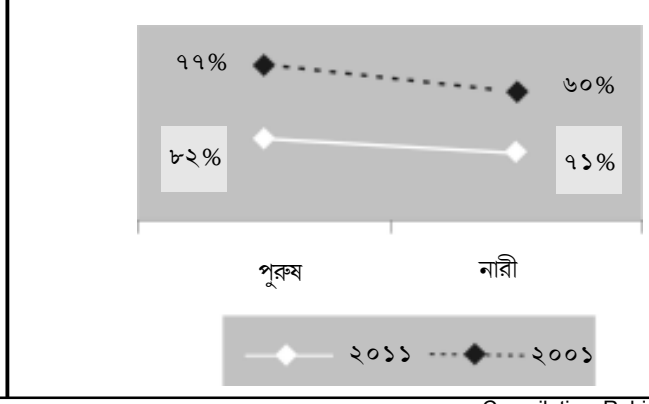

Compilation: Rabi Roy

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ - পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি

আইনে কি বলছে : ধারা ৩ (২): ৬ থেকে ১৪ বয়সী শিশুদের জন্য এমন কোনো বেতন বা খরচ দাবি করা যাবে না, যা তার শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

পশ্চিবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এ রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি, ডোনেশন সহ নানা কারনে টাকা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারও বিজ্ঞপ্তি (No.187-SE(Law)/S/1A-01/09.-14th Feb, 2011) মারফত প্রতি বছর ২৪০ টাকা বিদ্যালয় উন্নয়ন ফি বাবদ নেওয়ার কথা বলেছে।

আইনে কি বলছে : ধারা ১২ : স্কুলের দায়িত্ব হবে ২৫ শতাংশ আসনে ভর্তি হওয়া অনগ্রসর শ্রেণির শিশুরা যাতে ক্লাসে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং তাদের জন্য পৃথক স্থান বা সময়ে পড়ানোর ব্যবস্থা না হয় তা সুনিশ্চিত করা। এই সমস্ত শিশুরা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে পাঠ্য বই, পোশাক, লাইব্রেরি, ICT, extra curricular activity, খেলাধূলার সমান সুযোগ পাবে এবং এদের প্রতি কোনো বৈষম্য হবে না। বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আসনের জন্য স্কুল সরকার থেকে অর্থ সাহায্য পাবে। শিশু প্রতি খরচের সরকারি বরাদ্দ ও স্কুলের খরচের মধ্যে যে পরিমাণ কম, স্কুল সেই পরিমাণ অর্থ পাবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (190-SE(Law)/S/1A-01/09-dtd.14th February, 2011) অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিদ্যালয়ে ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদিও তা এখোনো পর্যন্ত সব বিদ্যালয়ে কার্যকর হয়নি।

আইনে কি বলছে : ধারা ১৩ (১) : কোনো স্কুল বা ব্যক্তি শিশুদেরকে ভর্তি করার জন্য কোনো ক্ষেত্রেই ক্যাপিটেশন ফি এবং বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, ভর্তির পরীক্ষার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এবং আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ক্যাপিটেশন ফি' বলতে যা বোঝায় তাও নেওয়া হয়েছে।

আইনে কি বলছে : ধারা ১৭ (১) : কোনো শিশুকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : খবরের কাগজে প্রায় নিয়মিত বিদ্যালয়ে নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (1723-ES/S/10M-84/2010-dtd 24th Nov, 2010 এবং 09SE(S)-SL/5S-116/10 dtd. 6th Jan. 2011)-এর বেশ কিছু শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যা কার্যত আইন অনুযায়ী Corporal Punishment হলেও এই নোটিফিকেশন অনুযায়ী Corporal Punishment-এর আওতায় আসবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ফাইন করা, শ্রেণিকক্ষের বাইরে বের করে দেওয়া, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া ইত্যাদি। এই বিজ্ঞপ্তি আইনের মূল সুরের বিরোধী।

আইন কি বলছে : ধারা ২৮ : কোনো শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন বা সেই সংক্রান্ত কোনো কাজে যুক্ত হতে পারবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : বিদ্যালয়ে শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (189-SE(Law)/S/1A-01/09-dtd. -14th Feb 2011) অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো শিক্ষক যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইনে কি বলছে : ধারা ২৯ (২) (e) **:** কাজ, আবিষ্কার ও অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়ে শিশু বাস্তব ও শিশু কেন্দ্রীক পাঠক্রমে শিক্ষাদান।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : আমাদের সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি।

আইনে কি বলছে : ধারা ২৫ (১) ও (২) (পরিশিষ্ট) : ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি হওয়া মোট ছাত্র-ছাত্রীর বিচারে ১২০ জন পর্যন্ত প্রতি ৩০ জন ছাত্র প্রতি ১ জন শিক্ষক, ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত ৪০ জন প্রতি ১ জন শিক্ষক এবং ১ জন প্রধান শিক্ষক এবং ২০০ জনের উপরে ৪০ জন প্রতি ১ জন (প্রধান শিক্ষক ব্যতীত) শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এখনও পর্যন্ত আইন অনুযায়ী পূরণ করা যায়নি। বহু বিদ্যালয়েই ১ জন মাত্র শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে।

আইনে কি বলছে : ২১ নং ধারা - স্কুল পরিচালন কমিটি : সরকারি অনুদান পায় না এমন স্কুল ছাড়া প্রতি স্কুলে ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক। কমিটিতে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। কমিটির তিন চতুর্থাংশ সদস্য হবেন অভিভাবক। অনগ্রসর ও বঞ্চিত শ্রেণির অভিভাবকদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে। কমিটিতে অন্তত ৫০ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন। প্রতি দু-বছরে এই কমিটি পুর্নগঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটি বহু বিদ্যালয়েই তৈরি হয়নি। কোথাও কোথাও তৈরি হলেও তা সক্রিয় নয়।

আইনে কি বলছে : ৩১ নং ধারা : শিশু অধিকার আইন, ২০০৫ অনুযায়ী NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) বা SCPCR (State Commission for Protection of Child Rights) শিক্ষার অধিকার আইনের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও পুর্বিচার করতে পারবে। যে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা করতে পারবে। এই ধারার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব রাজ্যে SCPCR নেই তারা দ্রুত তা গঠন করবে। অন্তবর্তীকালীন সময়ে REPA (Right to Education Protection Authority) নামক কমিশন এই আইনের রূপায়ণে শিশুর অধিকার রক্ষায় দায়বদ্ধ থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : এ রাজ্যে এখনও রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ তৈরি হয়নি।

আইনে কি বলছে : ৩৮ নং ধারা : সংশ্লিষ্ট সরকার আইনটি কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম তৈরি করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি : এখনও পর্যন্ত কোনো নিয়মাবলী চূড়ান্ত করা হয়নি। একটি খসড়া নিয়মাবলী তৈরি হয়েছে। আইনটি প্রয়োগের জন্য রাজ্যে নিয়মাবলী আবশ্যক এবং এই নিয়মাবলী তৈরি হলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন থাকবেনা। ■

---

৩ পাতার শেষাংশ..... তারজন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। তিনি বলেন আইনটি ভাল। কিন্তু কার্যকরী ভালোভাবে করতে হবে। বলেন বাবা-মা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও টিউশন দিচ্ছে। রাষ্ট্রতন্ত্রের কাঠামো নিয়ে বলেন, গ্রাম সংসদ কেন খুঁটিয়ে দেখেননা ৩টি গ্রামে কত শিশু পড়ছে না, কত শিশু খেতে পাচ্ছে না। তিনি মিড-ডে-মিলের বিপক্ষে। তিনি মনে করেননা পশ্চিম বাংলার শিশুরা কাজের অভাবে স্কুলে আসে না। তাহলে মিড-ডে-মিল দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয় ছুট কেন? এবং খাওয়ায় যদি ৩ ঘন্টা চলে যায় শিশু কি পড়বে। এটা কোন ইতিবাচক দিক নয়। এটি পরিবর্তন করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। বহুস্তরীয় শিক্ষা নিয়ে বলেন। হাইস্কুল ও কলেজে যে টাকা দিয়েছে যেন একটা প্যালেস হবে। তার থেকে কিছু টাকা যদি প্রাইমারি স্কুলে দিত স্কুলের চেহারা বদলে যেত। স্বাস্থ্য নিয়ে বলেন মাসে একদিন দু-একজন ডাক্তার দিয়ে শিশুদের চেকআপ করা যাবেনা। মতামত দেন গ্রাম সংসদ অনুযায়ী গ্রামের মানুষকে ডেকে কথা বলতে বলেন যে কেন শিশুটি স্কুলে যাচ্ছে না খেতে পাচ্ছে না। এই কাজটি করার জন্য উদ্যোক্তাদের বলেন। এই সমস্যাগুলোকে নেতা নেত্রীবৃন্দরা ইতিবাচকভাবে দেখেন তাহলে এই সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। বলেন মানবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই শিশু, কিশোর, যুবকদের মধ্যে মানবিকতা গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলেন গুজরাটে মদ ঢোকে না। কিন্তু আমাদের দেশে যুবক মদে আসক্ত। এটা সরকারের বন্ধ করা উচিত। উনি মতামত দিয়ে বলেন গ্রামভিত্তিক সমস্যাগুলি বের করুন তাহলে এই সমস্যা সমাধান হবে। এই বলে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর শুভদীপ মন্ডল (ছোট অতিথি) শিশু এবং গ্রামের সমস্যাগুলি তুলে ধরে। সমস্যাগুলি ইস্তেহারের মধ্যে আছে। বিবেকানন্দ মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভা শেষ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাপস জানা।

নবনির্বাচিত বিধায়কদের সাথে শিশু শিক্ষা ও সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত **২৫শে জুন** কাঁথির দেবজ্যোতি লজে জেলার নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে শিশু শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাঁথি বিধানসভার বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। আলোচনাসভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন জেলার অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমর বরণ মান্না। এরপর জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তথা রাজ্যের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়িকা দীপালি নন্দী বলেন, আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হল শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুরক্ষার অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে বিধায়কদের কাছে তুলে ধরা, যাতে তাঁরা বিধানসভার অধিবেশনগুলিতে এই বিষয়গুলি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন লাগু হওয়ার পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখোনো এরাজ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী তৈরি হয়নি। এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এরপর অন্যতম রাজ্য সঞ্চালক তার বক্তব্যে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনগুলির উল্লেখ করেন ও বলেন যে এই আইনগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঠিকমত এখোনো হয়না। বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে তিনি বলেন, এদেশে শিশুরা এখোনো অসুরক্ষিত। এরাজ্যের জন্য এখোনো রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার সুরক্ষা আয়োগ (SCPCR) গঠিত হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এর সাথে তিনি উল্লেখ করেন, ওয়েবেন শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সম্মুখীন হয়েছে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাসহ অন্যান্য জেলাতেও প্রশাসনের সাথে শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে ওকালতি করছে। এরপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক বনশ্রী মাইতি ওয়েবেনের এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সরকারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে ওয়েবেন। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, শিশুশ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ হল অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় বাচ্চাদের কাজ করতে পাঠাচ্ছেন। এরপর তিনি শিশুদের জন্য বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন এবং ওয়েবেনের বক্তব্য বিধানসভায় তুলে ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর রাজ্য ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য স্বপন পন্ডা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে প্রস্তাব দেন যে, বিধায়কদের সঙ্গে এই আলোচনা বা বৈঠক নিয়মিত হওয়া উচিত। তিনি জেলার ব্লক সদস্যদের দায়িত্ব নিয়ে ব্লকের বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা সভার আয়োজন করার প্রস্তাব দেন। শেষে জেলা সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ শনিবার আবার এই ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

গুণগত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত **২৯ জুন** মন ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে গুণমানের শিক্ষা বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে মন ফাউন্ডেশনের পক্ষে মোহিত রনদীপ তাঁদের সংগঠনের কাজ এবং আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা ব্যাখ্যা করেন এবং ইউনিসেফের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বর্তমানে যে ওপেন বেসিক এডুকেশন শিক্ষা পদ্ধতি চলছে তার ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি এই পদ্ধতিরও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মধ্যপ্রদেশের একলব্য সংগঠনের শিক্ষা পদ্ধতি ও সেই ধাঁচটিই এনসিইআরটি-কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে জানান। ■

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ২ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য